Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY

প্রথম আলো

প্রথম আলো, ০৭-০৭-২০২৪, পৃষ্ঠা- ১১

১৬ দেশের শিক্ষকের মধ্যে তিনি সেরা

স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবেদক

'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ফল বিজনেস স্কুলস অ্যান্ড প্রোগ্রামস' কে সংক্ষেপে বলে এসিবিএসপি। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার স্বীকৃতি পেয়েছে ৬০টি দেশের ১২ শতাধিক প্রোগ্রাম। ব্যবসায় শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা খাতে নেতৃত্ব তৈরি ও অ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তারা আয়োজন করে এসিবিএসপি সম্মেলন। ২০২৪ সালের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ২৭ থেকে ৩০ জুন, যুক্তরাষ্ট্রের গায়াগিতে। এ সম্মেলনে 'টিচিং এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ঢাকার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ফারহানা ফেরদৌসী। ব্যবসায় প্রশাসন শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতা ও অবদান রাখা শিক্ষাবিদদের দেওয়া হয় এ পুরস্কার।

যোগাযোগ করা হলে অধ্যাপক ফারহানা ফেরদৌসী বলেন, 'এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকেরা অংশ নেন। শিক্ষক হিসেবে দক্ষতা বিকাশে এমন সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। ১৬টি দেশ নিয়ে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল গঠিত হয়েছে। সেই অঞ্চলের শিক্ষকদের মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষক হিসেবে আমি টিচিং এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি।' অধ্যাপক ফেরদৌসীকে এসিবিএসপির রিজিয়ন ১০ কার্যনির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়েছে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলে ফারহানা ফেরদৌসী বলেন, 'এ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অ্যাক্রেডিটেশন নিয়ে আলাপের সুযোগ হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষার নানা বিষয় জেনেছি। বিশ্বের অন্য দেশের শিক্ষকদের সামনে নিজের দেশের শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছি। কীভাবে বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করা যায় ও মান বাড়ানো যায়, তা নিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।'

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন অধ্যাপক ফেরদৌসী। ২০১৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষকতার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন পরে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাবার দেখানো পথেই শিক্ষকতায় এসেছি।'